মূল শব্দাবলীঃ
পৃথিবী
সৃষ্টি/ প্রকৃতি
দায়িত্বশীল
মহান

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

13 November 2026 / 3 Jamadilakhir 1448H

সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিদর্শনাবলি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللّٰهِ، ٱتَّقُوا ٱللّٰهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ: يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ.

যুমরাতাল মু'মিনীন, রহিমাকুমুল্লাহ,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালন এবং তাঁর নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নিজেদের তাকওয়া আরও সুদৃঢ় করি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের এমন অনুভূতিসম্পন্ন ইন্দ্রিয় দান করুন, যা সর্বদা আমাদের তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাঁর সৃষ্টির অপার নিয়ামতরাজি উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উপভোগ করতে সক্ষম করে।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আমরা কি কখনো উন্মুক্ত আকাশের দিকে গভীরভাবে তাকিয়েছি, পাখির কলতান মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, কিংবা মৃদুমন্দ বাতাসের পরশ অনুভব করেছি, আর তখন মহান আল্লাহর অসীম মহিমায় অভিভূত হয়ে তাঁর পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করেছি?

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নামাজ আদায়ের সময়, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কিংবা ধর্মীয় আলোচনা শোনার সময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্মরণ করি। কিন্তু আমাদের চারপাশের এই বিশাল সৃষ্টিজগৎও কি আমাদের তাঁর অসীম মহিমা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গভীরভাবে উপলব্ধি করার আহ্বান জানায় না?

আসুন, সূরা আলে ইমরানের ১৯০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের কী বলেছেন, তা গভীরভাবে অনুধাবন করি:

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

অর্থঃ ***নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।***

এগুলোকে বলা হয় আয়াতুন কাওনিয়্যাহ (آيات كونية)—অর্থাৎ, সৃষ্টিজগতে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা, কুদরত ও মহিমার নিদর্শনাবলী, যা তাঁর সৃষ্টিরাজি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। প্রতিটি জীবন্ত সৃষ্টি আল-খালিক—সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অসীম মহিমা ও কুদরতের এক জীবন্ত সাক্ষ্য।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আসুন, আমাদের ঈমানের আলোকে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করি।

<u>প্রথমত: উপলব্ধি করা যে, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।</u>

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-ইসরা-এর ৪৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

অর্থঃ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কোনো কিছু নেই, যা তাঁর প্রশংসায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের সেই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

সজীব-সতেজ বৃক্ষরাজি, প্রবহমান নদ-নদী এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের কথা একবার গভীরভাবে চিন্তা করুন। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপায়ে মহান আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করে এবং তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে, যদিও তা আমাদের বোধগম্যতার সীমার বাইরে।

এই উপলব্ধি থেকে আমরা কীভাবে অসচেতনভাবে সৃষ্টিজগতের ধ্বংস সাধন করতে পারি?
প্রকৃতপক্ষে, প্রাকৃতিক জগৎ কেবল আমাদের ভোগ ও যথেচ্ছ ব্যবহারের কোনো সম্পদভাণ্ডার নয়। বরং এটি মহান আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি, যা প্রতিনিয়ত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে। একে সুরক্ষিত রাখা মানে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। পক্ষান্তরে, একে ধ্বংস করা যেন তাঁর সৃষ্টিজগতের অবিরাম তাসবিহ ও মহিমা ঘোষণার ধারা স্তব্ধ করে দেওয়ারই নামান্তর।

দ্বিতীয়ত: পরিবেশের বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আর-রূমের ৪১ নম্বর আয়াতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

অর্থঃ মানুষের কৃতকর্মের কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (অসৎ পথ থেকে) ফিরে আসে।

ভাইয়েরা, পরিবেশ নিয়ে আমাদের বর্তমান আলোচনায় প্রায়ই পুঁজিবাদ এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে পরিবেশের ওপর সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবগুলোর কথা উঠে আসে। তবে, এই আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, পরিবেশগত সংকটের পেছনে আরও গভীর একটি আত্মিক সংকটও প্রতিফলিত হতে পারে।

আমাদের চারপাশের জগতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাঃআলার অসীম মহিমা ও কুদরতের নিদর্শনাবলী উপলব্ধি করতে যখন আমরা ব্যর্থ হই, তখন পরিবেশের ক্ষতি করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে বেড়ে যেতে পারে; এমনকি অনেক সময় আমরা এ ব্যাপারে কোনো সংযমও বজায় রাখি না।

সুতরাং, পরিবেশের যত্ন নেওয়ার সূচনা হওয়া উচিত আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে। আমাদের জীবনযাপন কি মহান আল্লাহর দানকৃত নিয়ামতরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি তা অপচয় ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

তৃতীয়ত: পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

নিশ্চয়ই, সূরা আল-বাকারার ৩০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে আমাদের বুঝতে হবে, এই দায়িত্ব কেবল সম্মান বা মর্যাদার বিষয় নয়; বরং এটি এমন এক আমানত, যা যথাযথভাবে পালন করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের ওপর অর্পিত হয়েছে।

আমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান ও সামর্থ্য অনুযায়ী পৃথিবীর একজন আমানতদার হিসেবে কিছু সহজ পদক্ষেপের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন শুরু করতে পারি। অপচয় পরিহার করা, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানো এবং সম্পদের যথাযথ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী অজু করার সময়ও পানি ব্যবহারে সংযম অবলম্বন করা উচিত।

আসুন, আমরা আমাদের এই ছোট ছোট প্রচেষ্টাগুলোকে কখনোই তুচ্ছ মনে না করি। আমাদের প্রতিটি কাজই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অর্পিত আমানতের প্রতি আমাদের সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। আর এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ,

আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি, তা কেবল আমাদের জীবনযাপনের একটি স্থানমাত্র নয়; বরং এটি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অসীম মহিমা ও কুদরতের অসংখ্য নিদর্শনে পরিপূর্ণ। আমরা যত বেশি তাঁর সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করব, ততই এর প্রতি আমাদের ঈমান এবং দায়িত্ববোধ আরও সুদৃঢ় হওয়া উচিত।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের এমন হৃদয় দান করুন, যা তাঁর অসীম মহিমার নিদর্শনাবলি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম। তিনি আমাদের এমন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে পরিচালিত করুন, যারা তাঁর অগণিত নিয়ামতের যথাযথ মর্যাদা দেয় এবং আমাদের তত্ত্বাবধানে অর্পিত সৃষ্টিজগতের যত্ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.